ফির্‌কাহ নাজিয়া

বিভাগ/অধ্যায়ঃ সর্বাগ্রে আকীদাহ অথবা ইসলামী শাসন?

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ আবদুল হামীদ ফাইযী

সর্বাগ্রে আকীদাহ অথবা ইসলামী শাসন?

মক্কা মুকারামার দারুল হাদীসে অনুষ্ঠিত এক ভাষণে মহান দ্বীন-প্রচারক মুহাম্মাদ কুতুব উক্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। মূল প্রশ্নটি নিম্নরূপঃ

প্রশ্ন - কিছু লোক বলে থাকে যে, ইসলামী শাসন-ব্যবস্থার মাধ্যমেই ইসলাম ফিরে আসবে। কিন্তু অন্য কিছু লোক বলে যে, আকীদাহর সংশুদ্ধি এবং সাধারণ তরবিয়তের মাধ্যমেই ইসলামের পুনঃপ্রতিষ্ঠা লাভ সম্ভব হবে। এই দুই অভিমতের কোনটি সঠিক?

উত্তরঃ পৃথিবীর বুকে এই দ্বীনের শাসন-ব্যবস্থা কোথা হতে আসবে -যদি দাওয়াতপেশকারীরা আকীদাহর পরিশুদ্ধি সাধন না করে ও লোকেরা সঠিক ঈমানের মুমিন না হয়; যারা তাদের দ্বীনে ক্লিষ্ট হলে ধৈর্য ধারণ করবে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করবে? এরূপ হলে তবেই পৃথিবীতে আল্লাহর দ্বীন (ইসলামী শাসন) প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। এতো খুব স্পষ্ট ব্যাপার। শাসক তো আর আকাশ হতে আসবে না, আকাশ হতে অবতীর্ণ হবে না। অবশ্য প্রত্যেক বস্তু তো আসমান (আল্লাহর তরফ) হতেই আসে। কিন্তু তা মানুষের তদবীর ও প্রচেষ্টায়; যা আল্লাহ মানবজাতির উপর ফরয করেছেন। তিনি বলেন,

وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ

অর্থাৎ, আল্লাহ ইচ্ছা করলে (শাস্তি দিয়ে বা ধ্বংস করে) ওদের নিকট হতে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারেন। কিন্তু যুদ্ধের বিধান দিয়ে তিনি এককে অপরের দ্বারা পরীক্ষা করতে চান। (সূরা মুহাম্মদ ৪ আয়াত)

সুতরাং আকীদার পরিশুদ্ধি এবং বিশুদ্ধ আকীদার উপর জনগোষ্ঠীর তরবিয়ত ও প্রশিক্ষণ সর্বাগ্রে শুরু করা আমাদের জন্য জরুরী। যাতে এমন জনগণ তৈরী হয় যারা নিপীড়িত ও বিপদগ্রস্ত হলে অকাতরে সহিষ্ণুতার পরিচয় দেবে যেমন আমাদের প্রথম (পূর্ব)পুরুষ (সাহাবাগণ) সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়ে গেছেন।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=12397

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন